JUN. 25 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষাগত যোগ্যতায় বৈষম্য কেন?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত ও কোটার দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন : পুরুষদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত হিসাবে কোন স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন বা সমমানের পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অর্জনকারী হতে হয়। অথবা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা তার সমমানের ডিগ্রি অর্জনকারী হতে হয়। আর অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ/ জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত হলেই প্রাথমিকভাবে ওই পদে আবেদন করার সুযোগ পায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তের ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। আমার প্রশ্ন হল, একই দেশে একই সমমানের পরীক্ষায় পাস করা সত্ত্বেও পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একই পদের জন্য আবেদনে দুই রকম শর্ত কেন? মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তের ব্যাপারটি তুলনামূলক শিথিল হওয়ায় ওই পদের জন্য হাজার হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে এদের অধিকাংশ এ পদের জন্য যোগ্য নয়। ফলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যাপক নকলপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও কোটা বন্টনের ক্ষেত্রে একই বৈষম্য দেখা যায়। যেমন : মোট পদের ৬০% মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় আর বাকি ৪০% রাখা হয় পুরুষদের জন্য। কিন্তু পুরুষ বেকারদের সংখ্যা দেশে কোন অংশে কম নয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, উপরোক্ত বৈষম্য দূর করে উভয়ের যোগ্যতার সমমূল্যায়ন করুন।

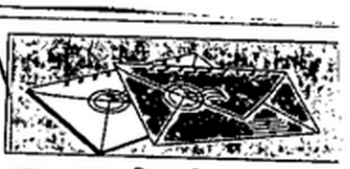

মোঃ লুৎফুর রহমান (অশ্রু)
বি.কম (অনার্স), ২য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান,
নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

পেলে তার পিছু পিছু ঘোরেন। ইন্টারভিউ কার্ড সময়মতো দেন না। এর কারণে অনেকেই ইন্টারভিউ দিতে পারে না। এ ব্যাপারে ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক